প্রথম আলো
অনলাইন সংস্করণ



ঢাকা, রোববার, ৩০ ডিসেম্বর ২০০৭, ১৬ পৌষ ১৪১৪, ১৭ জিলহজ ১৪২৮
বর্ষ ১০, সংখ্যা ৫৪, আপডেট : বাংলাদেশ রাত ২টা ৪৫ মিনিট



## সম্পাদকীয়/উপসম্পাদকীয়



## প্রথম আলো বিশেষ সাক্ষাৎকার
## নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা
## পুলিশের সংস্কারে বড় বাধা ঔপনিবেশিক আমলের আইন

সাক্ষাৎকার নিয়েছেন কামরুল হাসান

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি ইউএনডিপি ও ডিএফআইডির অর্থায়নে পুলিশ সংস্কার প্রকল্পের জাতীয় প্রকল্প পরিচালক। একই সঙ্গে তিনি পুলিশের অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)। তিনি ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীতে যোগদান করেন। তিনি জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে হাইতিতে দুবার বাংলাদেশের পক্ষে ডেপুটি কমান্ডারের দায়িত্ব পালন করেন। ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের স্নাতক নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা যুক্তরাষ্ট্র সেনাবাহিনীর মর্যাদাপূর্ণ পদক পেয়েছেন।

প্রথম আলো: বেশ কিছুদিন আগে পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এখন এর অগ্রগতি কোন পর্যায়ে?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: একটি সেবাধর্মী সংস্থা হিসেবে পুলিশকে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি শুরু হয়েছে। এর সাতটি ভাগ বা কমপোনেন্ট আছে। এগুলো হলো, অপরাধ নিবারণ, তদন্ত, অপরাধ দমন অভিযান ও মামলা পরিচালনা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষণ, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মসূচি ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ এবং মানব পাচার রোধ করা। এ কর্মসূচির আওতায় ১১টি মডেল থানায় সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, নয়টি মডেল থানায় সেবাকেন্দ্র চালু করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে কম্পিউটার, প্রিন্টার, স্ক্যানার ও টেলিফোন সংযোগ আছে। প্রতিটি মডেল থানায় দুটি নতুন পিকআপ ভ্যান ও ছয়টি মোটরসাইকেলও দেওয়া হয়েছে। থানাগুলোতে চালু করা 'উন্মুক্ত দিবস' আছে, যেখানে মানুষেরা তাদের অভিযোগ সরাসরি জানাতে পারছেন। আরও ছয়টি নতুন মডেল থানার স্থান নির্বাচন ও ভবনের নকশা অনুমোদিত হয়েছে। ঢাকা ও খুলনায় দুটি ফরেনসিক ল্যাবরেটরিতে সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি দেওয়া হয়েছে।

- স্টেডিয়াম
- ঢাকায় থাকি

বিশেষ প্রতিবেদন
পাঠক যখন লেখক

বিশেষ প্রতিবেদন
ঈদ সংখ্যা ২০০৭

বিশেষ প্রতিবেদন
অনাবাসী সম্মেলন

- আরো যা আছে
- সকল ফিচার পাতা
- পুরনো সংখ্যা
- আমাদের কথা
- বাংলা না এলে


এ পর্যন্ত পড়েছেন
১৮৫৫৯৩
জন পাঠক

প্রথম আলো: মডেল থানার চিন্তা আপনারা কেন করলেন?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: আমরা আমাদের সংস্কার পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যাওয়ার আগে সব ব্যবস্থা ও পদ্ধতি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখতে চাই। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরেই কেবল সেগুলো স্থায়ীভাবে প্রয়োগ করা সমীচীন হবে বলে আমরা মনে করি। সে কারণে প্রথম কয়েকটি থানা নিয়ে প্রকল্পটি শুরু হয়। শুরুতেই পরিধি বাড়াতে চাইনি। মডেল থানা করার পর আমরা লক্ষ করলাম, এ ব্যবস্থা অনেক কাজে আসছে। এর পরই পরিধি বাড়ানোর পরিকল্পনা করা হলো।

প্রথম আলো: অভিযোগ আছে, কিছুদিন যেতে না যেতেই মডেল থানাগুলো সাধারণ থানার মতো কাজ করছে।

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: এরকম অভিযোগ সঠিক নয়। পুলিশ সংস্কার কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা মডেল থানার জন্য কর্মপদ্ধতি তৈরি করে দিয়েছি। নরসিংদী মডেল থানায় পুলিশি হেফাজতে একজন আসামির মৃত্যুর পর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও দুজন সাব-ইন্সপেক্টরকে আসামি করে হত্যা মামলা নেওয়া হয়েছে। উত্তরা মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করে ওএসডি করা হয়েছে।

প্রথম আলো: পুলিশের জন্য নতুন আইন তৈরির কাজও তো শুরু হয়েছে?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: হ্যাঁ, ইতিমধ্যে 'বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭'-এর খসড়া প্রস্তুত করে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে, যা ১৮৬১ সালের পুলিশ আইনকে প্রতিস্থাপিত করবে। বাংলাদেশ পুলিশের আধুনিকায়নের ক্ষেত্রে ১৮৬১ সালের আইন সবচেয়ে বড় বাধা। নতুন আইন হলে বাংলাদেশ পুলিশ আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। এ ছাড়া পুলিশ রেগুলেশন অব বেঙ্গলের সংশোধনী আনার প্রস্তুতির কাজ চলছে এবং ১৯৭২ সালের সাক্ষ্য আইন ও ১৯২০ সালের অপরাধী শনাক্তকরণ আইনের সংশোধনীর কাজ শেষ হয়েছে।

প্রথম আলো: সংস্কারের ক্ষেত্রে পুরোনো আইনই সবচেয়ে বড় বাধা-এ অভিযোগের ব্যাখ্যা কী?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: ঔপনিবেশিক আমলে তৈরি একটি আইনের মাধ্যমে (১৮৬১ সালের ৫ নম্বর আইন) বাংলাদেশ পুলিশ পরিচালিত হচ্ছে। একটি পরাধীন দেশের উপযোগী, গণবিমুখী ও সরকারের প্রতি অনুগত বাহিনী তৈরির জন্য ওই আইন করা হয়েছিল। সে আইনে জনগণের প্রতি পুলিশের কোনো দায়বদ্ধতা, জবাবদিহি ও কর্তব্য নিরূপণ করা হয়নি। অপরপক্ষে প্রস্তাবিত খসড়ায় পুলিশকে সরকারের পাশাপাশি আইন ও জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ রাখা হয়েছে। পুলিশের ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকবে, তবে তা আইনে বর্ণিত সীমার মধ্যেই থাকবে। প্রচলিত আইনে পুলিশ একটি 'বাহিনী' মাত্র। কিন্তু প্রস্তাবিত অধ্যাদেশে পুলিশকে 'সার্ভিস' বা 'সেবাধর্মী সংস্থা' হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রথম আলো: এসব কি বর্তমান পুলিশ কাঠামোতেই কার্যকর করা সম্ভব?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: মৌলিক কাঠামোগত কোনো পরিবর্তন না করে কিছু আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে, দ্রুত ও কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন বর্তমান পুলিশ কাঠামোতেই সম্ভব।

প্রথম আলো: সংস্কার প্রস্তাবে আর কী কী বিষয় থাকছে?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: সমাজ ও জনগণের প্রতি পুলিশের দায়বদ্ধতা ও জবাবদিহির বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির পাশাপাশি মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণে দ্রুততা, রাজনৈতিক ও বহির্বিভাগীয় অবৈধ হস্তক্ষেপ হ্রাস,

অপরাধের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতার সঙ্গে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ, গবেষণাভিত্তিক কর্মকৌশল প্রণয়ন এবং পুলিশি কার্যক্রমে জনগণকে সম্পৃক্ত করার বিষয়ে সংস্কার কর্মসূচিতে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব আছে। এ ছাড়া জাতীয় পুলিশ কমিশন গঠনও প্রস্তাবের একটি উল্লেখযোগ্য দিক।

প্রথম আলো: এতে কি রাজনৈতিকভাবে পুলিশের ব্যবহার বন্ধ হবে বলে মনে করেন?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: পুলিশ অধ্যাদেশের খসড়ায় প্রস্তাব করা হয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের আগে 'জাতীয় পুলিশ কমিশনের' মতামত ছাড়া কোনো কর্মকর্তাকে বদলি করা যাবে না। তা ছাড়া বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে সংক্ষুব্ধ কর্মকর্তা পুলিশ কমিশনের কাছে তাঁর বক্তব্য পেশ করতে পারবেন। ফলে নির্দিষ্ট মেয়াদের আগে বদলি বা বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণের ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক সরকার কোনো কর্মকর্তাকে নিজের বা দলের স্বার্থে ব্যবহার করতে পারবে না। তা ছাড়া কোনো কর্মকর্তাকে অবৈধ সুযোগ-সুবিধা প্রদানও অতীতের মতো নির্বিঘ্ন হবে না। কারণ, স্বাধীন 'পুলিশ কমপ্লেইন্ট অথরিটি' বা 'পুলিশ ট্রাইব্যুনালে' জনগণ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারবেন।

প্রথম আলো: নিয়োগ ও বদলির ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি হয়, তার কী হবে?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ অনুমোদিত হলে পুলিশ কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হবে, যেখানে সততা ও দক্ষতাই হবে পদোন্নতি, নিয়োগ বা বদলির মূল যোগ্যতা। ফলে নিয়োগ, বদলি, পদোন্নতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে দুর্নীতির কোনো অবকাশ থাকবে না। এ ছাড়া পুলিশের নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, বদলি, পদোন্নতি ও অপারেশনে অবৈধ হস্তক্ষেপ ও প্রভাব খাটানোর চেষ্টাকে ফৌজদারি অপরাধ হিসেবে গণ্য করার প্রস্তাব অধ্যাদেশে রাখা হয়েছে।

প্রথম আলো: থানা-পুলিশের ঘুষ-দুর্নীতি বন্ধ হবে কিভাবে?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: বেতন বাড়ানো ও বিশেষ ভাতা দেওয়ার মাধ্যমে একজন পুলিশ সদস্যের ন্যূনতম জীবন-ধারণের সুযোগ থাকবে। এর বাইরে আছে 'পুলিশ কল্যাণ ব্যুরো' যাতে সরকারি বা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা থেকে অনুদান নেওয়া যাবে। এর ফলে স্বল্পবেতনভুক্ত পুলিশ সদস্যদের আর্থিক নিরাপত্তাহীনতা অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং পুলিশ সদস্যরা দুর্নীতির দিকে কম ঝুঁকবেন।

প্রথম আলো: পুলিশের প্রতি জনগণের যে আস্থার অভাব, সেটা কী করে ফিরে আসবে?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: পুলিশের অপরাধ তদন্তের জন্য সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন পুলিশ কমপ্লেইন্ট অথরিটি এবং দ্রুত বিচারের জন্য পুলিশ ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রস্তাব করা হয়েছে। পুলিশের কোনো সদস্য কোনো অপরাধ করলে তা একদম ক্ষমার অযোগ্য হবে, অর্থাৎ পুলিশের অপরাধ সংঘটনের ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নিশ্চিত করা গেলে পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরে আসবে।

প্রথম আলো: পুলিশ বাহিনীই যদি জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারে, তবে র‍্যাবের মতো বিশেষ ধরনের বাহিনীর কী প্রয়োজন?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতসহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশেরও বিশেষায়িত পুলিশ ইউনিট রয়েছে। র‍্যাব এলিট ফোর্স হিসেবে ইতিমধ্যে জনগণের আস্থা অর্জন করেছে।

প্রথম আলো: পুলিশের ২৫ শতাংশ ঝুঁকিভাতা ও অন্যান্য সুবিধা বৃদ্ধির প্রস্তাবের কী হলো?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: ২৫ শতাংশ ঝুঁকিভাতা প্রদানের প্রস্তাবসহ সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধির বিষয়গুলো সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন আছে।

প্রথম আলো: আপনি কি মনে করেন, পুলিশের বেতন ও অন্যান্য সুবিধা বাড়ালেই পুলিশের কাছ থেকে ভালো সেবা পাওয়া যাবে?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা সম্ভব হলে অবশ্যই পুলিশের কাছ থেকে ভালো সেবা পাওয়া যাবে।

প্রথম আলো: জাতিসংঘ মিশনে এখন কত পুলিশ আছে? এ থেকে পুলিশ বা সরকার কীভাবে লাভবান হচ্ছে?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: জাতিসংঘ শান্তি মিশনে সাতটি দেশে বর্তমানে ৭৯৭ জন পুলিশ সদস্য কর্মরত আছেন। অংশগ্রহণে সংখ্যার দিক থেকে জর্ডানের পরই বাংলাদেশের অবস্থান। শান্তি মিশনে কাজ করার ফলে পুলিশ সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনসহ উন্নত দেশসমূহের পুলিশি কার্যক্রম, মানবাধিকার, উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়ছে। সেই সঙ্গে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হচ্ছে।

প্রথম আলো : সার্ক পুলিশ গঠনের কথা শোনা যাচ্ছিল, তার কী হলো?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: সার্ক পুলিশ বাহিনী গঠনের কোনো প্রস্তাব নেই, যা বিবেচনাধীন, তা হচ্ছে ইউরোপোলের আদলে সার্কপোল গঠনের প্রস্তাব। এটি মূলত পারস্পরিক যোগাযোগের জন্য। আমার বিবেচনায় এর কোনো প্রয়োজন নেই। কারণ বর্তমানে সার্কভুক্ত সব দেশ ইন্টারপোলের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টাই নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে। এই ব্যবস্থা যখন রয়েছেই, তখন আলাদা করে সার্কপোল গঠনের তো কোনো যুক্তি পাই না।

প্রথম আলো: বছরে কত সংখ্যক পুলিশ সদস্য বিভিন্ন অপরাধের অভিযোগে শাস্তি দেওয়া হয়?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: পুলিশের সদস্যদের মধ্যে নানা অপরাধের দায়ে এ বছরের জানুয়ারি থেকে ৩০ অক্টোবর পর্যন্ত ১২ হাজার ৫৯১ জনকে শাস্তি দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে গুরুদণ্ড ৮৬০ জন, বাধ্যতামূলক অবসর/বরখাস্ত/চাকরিচ্যুত ১৮২ জন এবং লঘুদণ্ড দেওয়া হয়েছে ১১ হাজার ৫৪ জনকে।

প্রথম আলো : পুলিশের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার কি উন্নতি হয়েছে?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: পুলিশের প্রশিক্ষণের জন্য জাতীয় পুলিশ প্রশিক্ষণ বোর্ড গঠন করা হয়েছে, যা ইতিমধ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে দৃষ্টিগ্রাহ্য পরিবর্তন আসবে।

প্রথম আলো: থানা পুলিশের আচরণে কতটা পরিবর্তন এসেছে?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: রাজনৈতিক ও বহির্বিভাগীয় হস্তক্ষেপ বন্ধের ফলে এবং বর্তমান ইন্সপেক্টর জেনারেল নূর মোহাম্মদের নেতৃত্বে পুলিশের সব পর্যায়ে উদ্বুদ্ধকরণের কারণে বর্তমানে থানার পুলিশের আচরণে পরিবর্তন এসেছে। ওপেন হাউস ডে, কমিউনিটি পুলিশিং ইত্যাদির মাধ্যমে জনগণের সঙ্গে পুলিশের দূরত্ব কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে। তবে সংস্কার একটি দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। পুলিশের আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনতে আরও কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হবে।

প্রথম আলো: পুলিশের ওপর এখন কোনো রাজনৈতিক চাপ নেই। তার পরও সাধারণ মানুষ কাঙ্ক্ষিত সেবা পাচ্ছে না কেন?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের জন্য পুলিশের সদস্যদের বাসস্থান, ব্যারাক, অফিসসহ যে ধরনের

অবকাঠামোগত সুবিধাদি ও যানবাহনের প্রয়োজন, তার অধিকাংশই বাংলাদেশ পুলিশে অনুপস্থিত। জনসংখ্যার তুলনায় পুলিশের সংখ্যা আনুপাতিক হারে খুবই কম। তা ছাড়া পুলিশ বিচ্ছিন্ন কোনো সংস্থা নয়। জনসাধারণের সার্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ ও আচরণে পরিবর্তন এলে তা পুলিশকেও প্রভাবিত করতে বাধ্য।

প্রথম আলো: শহরের মানুষ পুলিশের সেবা যেভাবে পাচ্ছে, গ্রামের মানুষ তা পাচ্ছে না। তাদের ধারণা, পুলিশ এখনো আগের মতো আছে। আপনার অভিমত কী?

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: এটা সর্বক্ষেত্রে ঠিক নয়। সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও শহরের মতো গ্রামের থানাগুলোতেও বর্তমানে পর্যায়ক্রমে সার্ভিস ডেলিভারি সেন্টার, ওপেন হাউস ডে, কমিউনিটি পুলিশিং ইত্যাদি কার্যক্রমের মাধ্যমে পুলিশি সেবা নিশ্চিত করার উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। পুলিশের সেবার ক্ষেত্রে গ্রাম বা শহরের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

প্রথম আলো: আপনাকে ধন্যবাদ।

নববিক্রম কিশোর ত্রিপুরা: আপনাকেও।

+ সংবাদ শিরোনাম | প্রিন্ট করুন | ? বাংলা না এলে

Home | About Us | Feedback | Contact

Best viewed at 1024 x 768 pixels and IE 5.5 & 6

**Editor : Matiur Rahman, Published by : Mahfuz Anam, 52 Motijheel C/A , Dhaka-1000.**
News, Editorial and Commercial Office: CA Bhaban, 100 Kazi Nazrul Islam Avenue, Karwan Bazar, Dhaka-1215.
Phone: (PABX) 8802-8110081, 8802-8115307-10, Fax: 8802-9130496, E-mail : info@prothom-alo.com

Copyright 2005, All rights reserved by **Prothom-Alo.com**
**Privacy Policy | Terms & Conditions**